বিশ্বের সেরা এক হাজার ৪০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। লন্ডনভিত্তিক শিক্ষাবিষয়ক সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশনের প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম এসেছে। ৯২টি দেশে জরিপ চালিয়ে তৈরি করা এই র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের ঢাবি ছাড়া আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান এক হাজারের পর রাখা হয়েছে।

পাঠদান, গবেষণা, গবেষণার উদ্ধৃতি, আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ ও গবেষণার আদান-প্রদান- এই পাঁচটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তালিকাটি তৈরি করা হয়। তালিকায় প্রথমেই রয়েছে যুক্তরাজ্যের বিশ্বখ্যাত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির নাম। এর পর রয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ও যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির নাম। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি।

শীর্ষ দশে থাকা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো যথাক্রমে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ইয়েল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো এবং ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন।

র‍্যাংকিংয়ে এশীয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপানের ১১০টি, চীনের ৭০টি, তুরস্কের ৩৬টি, ভারতের ৩৬টি, ইরানের ২৪টি, মালয়েশিয়ার ১০টি, পাকিস্তানের ৭টি, সৌদি আরবের ৭টি, সিঙ্গাপুরের ২টি, শ্রীলংকার ২টি, ইন্দোনেশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রয়েছে। র‍্যাংকিংয়ের ক্রম এক হাজার পর্যন্ত করা হয়েছে। এর পরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হলেও স্বতন্ত্র কোনো অবস্থান বলা হয়নি। এক হাজারের পর সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০০১+ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলা হয়, ১৯২১ সালে শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাবির দ্বার উন্মোচিত হয়। প্রথম উপাচার্য ছিলেন স্যার পিজে হার্টস। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি ফ্যাকাল্টি রয়েছে। এ ছাড়া ৭১টি ডিপার্টমেন্ট, ১৭টি ডরমিটরি, তিনটি হোস্টেল এবং ৩৮টিরও বেশি রিসার্চ সেন্টার রয়েছে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস এখানকার ছাত্র ছিলেন। এখানকার অ্যালামনাইদের তালিকায় বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, শিল্পী, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীদের নামও রয়েছে।